প্রথম আলো

তারিখ 03 DEC 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

উপবৃত্তির আওতায় আসা প্রতিবন্ধীর সংখ্যা নগণ্য, বরাদ্দও অনেক কম

মানসুরা হোসাইন ●

আজ বুধবার সারা দেশে পালিত হচ্ছে প্রতিবন্ধী দিবস। তবে প্রতিবন্ধীদের সহায়তায় এ পর্যন্ত খুব সামান্য উদ্যোগই নেওয়া হয়েছে। নানা মহল থেকে দাবি ওঠার পর সরকার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি চালু করেছে। কিন্তু ৭২ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে উপবৃত্তির আওতায় এ পর্যন্ত এসেছে মাত্র ১৩ হাজার ৪১ জন। এ খাতে বরাদ্দও অনেক কম।

সরকার ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে এই উপবৃত্তি চালু করে এবং বরাদ্দ পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে মাত্র ১২ হাজার ২০৯ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া সম্ভব হয়। চলতি অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে এক কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। প্রথমবার বৃত্তির আওতায় উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষার ছাত্রছাত্রী কম ছিল। তাই চলতি অর্থবছরে এ পর্যায়ের ৮৩২ জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তির আওতায় আনা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কয়েকজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, উপবৃত্তির কথা শুনলেও এখনো তাঁরা এ ধরনের কোনো সহায়তা পাননি।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্যমতে, উপবৃত্তির পরিমাণ প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মাসিক ৩০০ টাকা, ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী ৪৫০ টাকা, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে ৬০০ টাকা এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে এক হাজার টাকা।

২০০৭ সালের জুলাই থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৮২টি উপজেলায় জরিপ চালিয়ে ৭২ হাজার ৪৭৩ জন প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীকে শনাক্ত করে। তবে এর ফলাফল নিয়ে বেসরকারি মহলে দ্বিমত আছে। সরকারি মহলেরও অনেকে মনে করেন, সংখ্যাটা আরও বেশি হবে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের সভাপতি খন্দকার জহুরুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার পেছনে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। উপবৃত্তি চালু হওয়ার পর থেকে অনেক অভিভাবকই সন্তানকে পড়াশোনা করাতে চাচ্ছেন। তবে প্রতিবন্ধীর প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে এবং বৃত্তির বরাদ্দও বাড়ানো দরকার।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে এবং আশা করা যায়, সরকার এ খাতে ক্রমান্বয়ে বরাদ্দ বাড়াবে।

অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মো. ছানাউর রহমান বলেন, অভিভাবকদের বার্ষিক আয়, প্রতিবন্ধীর সমস্যার মাত্রা ইত্যাদি বিষয় বৃত্তির ক্ষেত্রে খতিয়ে দেখা হয়। তিনিও উপবৃত্তির টাকা যথেষ্ট নয় বলে স্বীকার করেন।

সরকারের অন্যতম প্রতিষ্ঠান জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনসুর আহমেদ চৌধুরী মনে করেন, এ খাতে ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ বাড়ছে। চলতি অর্থবছরে এ খাতে ২০ শতাংশের মতো বেড়েছে, তবে তা যথেষ্ট নয়।

জানা গেছে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রাথমিক বাজেটে উপবৃত্তি খাতে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদপ্তর পাঁচ কোটি টাকা হাতে পায়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় এ টাকা ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছায় অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে।

সাভারে প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধীদের সমন্বিত স্কুল স্যালভেশন আর্মির শিক্ষক দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গাজী আবুল গফুর *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকার দুবার উপবৃত্তি দিলেও সাভারের এই স্কুলে উপবৃত্তিসংক্রান্ত কোনো নোটিশ পৌঁছায়নি। তিনি আরও বলেন, সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এক টাকা দিয়ে একটি সাদা পৃষ্ঠা কিনতে পারলেও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের ব্রেইলের জন্য আর্ট পেপার কিনতে হচ্ছে কম করে হলেও ১০ টাকা দিয়ে। প্রতিবন্ধীদের বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হতেও রিকশা নেওয়ার প্রয়োজন হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিশেষ শিক্ষা বিভাগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রতিবন্ধী ছাত্রী জানান, দুবারই উপবৃত্তির তালিকায় নাম তোলা হলেও শেষ পর্যন্ত বৃত্তির টাকা হাতে পাননি তিনি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে এমফিল করছেন জাহাঙ্গীর আলম। তিনিও জানালেন, উপবৃত্তির কথা শুনেছেন, কিন্তু তিনি পাননি। এসব প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরও দাবি, সবাইকে যেন উপবৃত্তির আওতায় আনা হয়।